

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৬ পাটের জমি তৈরী ও পাট বীজ বপন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পাট চাষে জমি তৈরীর গুরুত্ব জানবেন
- পাটের জন্য জমি তৈরী করতে পারবেন
- পাটের বীজ শোধন করতে পারবেন
- পাটের বীজ বুনতে পারবেন, বিশেষকরে একটি ব্যবহারিক ক্লাশে সীড ড্রীল যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট বীজ বুনতে সচেষ্টি হবেন।

উত্তমরূপে জমি চাষ, সঠিক সময়ে বীজ বপন এবং যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে পাটের কাংখিত ফসল পাওয়া যায়। পাট একটি গভীরম লী ফসল বিধায় পাটের জমি গভীরভাবে চাষ করতে হয়। এর বীজ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অঙ্কুর ধান-গমের তুলনায় নরম (Tender) বলে জমি চাষ করে ভাল কর্ষিত অবস্থায় আনা প্রয়োজন। জমির উপরিভাগ চাষের পর সমতল অবস্থায় আনতে হবে, প্রয়োজনে পানি নিকাশের জন্য নালা ব্যবস্থা করতে হবে।

জমি নির্বাচন

এঁটেল বা বেলে মাটি ছাড়া আর যে কোন ধরনের মাটিতে সফলভাবে পাটচাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ মাটি পাটচাষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপযোগী। তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশী পাট উঁচু-নীচু দুধরনের জমিতেই চাষ করা চলে।

জমি তৈরী

পাটের জন্য পরিষ্কার চাষ (Clean cultivation) দরকার। বোনার আগে জমির মাটি যেন রুর রুরে অবস্থায় আসে। রবিশস্য সংগ্রহের পর পাটের জমিতে চাষ দেবার জন্য চাষীকে অপেক্ষা করতে হয়। মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির পর জমিতে 'জো' আসলে প্রথম লাঙ্গল চাষ দিতে হয়। পরবর্তী বৃষ্টিগুলোর পরেও

চাষ-মই দিয়ে জমি প্রস্তুতি অব্যাহত রাখা হয়। আগাছাগুলো পরিষ্কার করা হয় অথবা জমির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বৃষ্টির পর অনেক আগাছা অঙ্কুরিত হয় এবং চাষে বিনষ্ট হয়। এভাবে ৫-৬ টি চাষ-মই দিয়ে মাটি মোটামুটি একটি কর্ষিত অবস্থায় এনে জমি বোনার আগে একটি মাঝারী বড়-বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

সার প্রয়োগ

গোবর বা জৈব সার দ্বিতীয় বা তৃতীয় চাষের সময় জমিতে দেওয়া হয় যাতে এ সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশে যায়। প্রয়োজনীয় অন্যান্য সার (ইউরিয়া ব্যতীত) শেষ চাষের আগে মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে চাষ-মই দেওয়া হয়।

বীজ শোধন

এই ফসলে তিনটি বীজ বাহিত (Seed borne) রোগ হয়। কাল পত্রি (Block borne) কাণ্ড পঁচা (Slem rot), এবং এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)। বীজ শোধন করলে এই রোগগুলোর আক্রমণ কমে এবং শোধিত বীজ থেকে উৎপন্ন চারা অন্যান্য সংক্রমণের হাত থেকেও রেহাই পেতে পারে। বীজ শোধনের জন্য নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতির যে কোনটি গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) গরম পানি পদ্ধতি- পরিষ্কার পানি একটি পাত্রে নিয়ে ৫০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় গরম করতে হবে। পরিমাণমত বীজকে ৫-১০ মিনিট ঐ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এর পর বীজকে হালকা শুকিয়ে নিয়ে জমিতে বপন করতে হবে।

খ) বীজে ছত্রাক নাশক প্রয়োগ- প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম ক্যাপ্টান/ ৬ গ্রাম গ্রানোসান এম বা এথ্রোসান জি এন বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। রোটোরী ড্রাম সীড ট্রিটারে বীজ ও গুড়া ঔষধ নিয়ে ঘূর্ণনের মাধ্যমে ভালভাবে মিশানো যায়। একটি কাচের বয়মের মাধ্যমেও এ কাজ সম্পন্ন করা যায়।

বীজহার

পাটের বীজের অঙ্কুরোদয় ক্ষমতা ৯০-৯৫% হলে ভাল। পুরাতন বীজ (একবছরের অধিক হলে) অত্যন্ত নিম্নমানের হয় এবং এটি ব্যবহার করা নিষেধ। BJRI (১৯৯০) -এর সুপারিশ অনুযায়ী পাটের বীজহার নিরূপণঃ

পদ্ধতি	দেশী পাট	তোষা পাট
ক) সারি	৬-৭ কেজি / হেক্টর	৩.৫-৪.৫ কেজি / হেক্টর
খ) ছিটিয়ে	৮-১০ কেজি / হেক্টর	৬-৮ কেজি / হেক্টর

ছিটিয়ে বপন অপেক্ষা সারিতে বুনলে কম বীজ লাগে। অন্যদিকে সারিতে বুনলে আঁশের ফলন ও গুণগতমাণ বৃদ্ধি পায়। আন্ত পরিচর্যা বিশেষ করে নিড়ানী ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ সহজতর হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি

দেশের সকল চাষীরা সাধারণতঃ পাটের বীজ ছিটিয়ে বপন করে। এক্ষেত্রে শেষ চাষ দেবার পর বীজ ছিটিয়ে বোনা হয় এবং মই দিয়ে বীজ ঢেকে দেওয়া হয়। জমিতে যদি বড় বড় ঢেলা দেখা যায় তাহলে বোনার পর পরই মুগুর দিয়ে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। সারিতে বপন করার সুবিধাজনক প্রযুক্তি হচ্ছে বপন যন্ত্রের ব্যবহার করা (চিত্রঃ ৬.৬ ক)। এর সাহায্যে সারি থেকে সারির দূরত্ব এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব সহজে বজায় রাখা যায়। দেশী পাটের ক্ষেত্রে সারি থেকে দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং তোষা পাটের জন্য ২৫-৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব উভয় পাটের ক্ষেত্রে ৫-৭ সেমি।

(সীড ড্রীল যন্ত্রের ব্যবহার পাট বোনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই যন্ত্রের পরিচিতি ও কার্যবিধি সরেজমিনে একটি ব্যবহারিক ক্লাশে দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সীড ড্রীল সম্পর্কে একটি তৈরী জমিতে পাট বীজ নিজ হাতে সারিতে বপন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ-৬

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

- ১। পাটের জন্য জমি নির্বাচন ও জমি চাষের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
- ২। পাটের জমি কিভাবে চাষ করবেন ?
- ৩। পাটের বীজ কিভাবে শোধন করা যায় বর্ণনা করুন।
- ৪। পাটের বীজ ছিটিয়ে বোনা ও সারিতে বোনার সুবিধা-অসুবিধা লিখুন।

আ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণ- আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

- ১। পাটের জন্য কি ধরনের জমি চাষ দরকার ?
ক) Coarse tilth খ) Medium tilth
গ) Fine tilth ঘ) Very fine tilth
- ২। দেশী পাট চাষের জন্য কি ধরনের জমি দরকার ?
ক) নিচু জমি খ) মাঝারী নিচু জমি
গ) খুব নিচু জমি ঘ) উঁচু-নিচু দুধরনের জমি।
- ৩। পাটের জমিতে গোবর সার কখন দিতে হয় ?
ক) জমি চাষের আগে খ) বীজ বোনার সময়
গ) বীজ বোনার পরে ঘ) ১ম বা ২য় চাষের সময়।
- ৪। গরম পানি দিয়ে বীজ শোধনের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা কোন্টি ?
ক) ৪০ ক্র সে. খ) ৮০ক্র সে.
গ) ৫০ক্র সে. ঘ) ১০০ক্র সে.।
- ৫। পাট চাষে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কত ?
ক) ১০-১২ সেমি. খ) ৩-১০ সেমি.
গ) ৫-৭ সেমি. ঘ) ৬-১২ সেমি.

সঠিক উত্তর : আ. ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ

ব্যবহারিক

পাঠ ৭.৬

আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ, জমিতে বীজ রোপন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কিভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করা হয় তা জানতে পারবেন
- আখ চাষের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন, বিশেষ করে রোপা আখ চাষ সম্পর্কে জানবেন
- বীজ আখ সংগ্রহ ও আখ রোপন কিভাবে হাতে-কলমে করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে আখের ফলন ও চিনি আহরনের শতকরা হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। আলী এবং তার সহযোগীদের (১৯৮৯) মতে প্রচলিত পদ্ধতিতে যথাযথ অঙ্কুরোদগম না হবার ফলে জমিতে শতকরা ৩১ ভাগ স্থান ফাঁকা (Gap) থেকে যায়। এর ফলে মাড়াই যোগ্য (Millable) আখ কম উৎপাদন হয় এবং ফলন কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞগণ এ দেশে আখের ফলন বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত সুপারিশ করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হলো-

- আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ
- আখ চাষে রোপা পদ্ধতি অনুসরণ।

উন্নত পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ

ভাল অঙ্কুরোদগম, গাছের বৃদ্ধি ও উচ্চ ফলন নিশ্চিত করার জন্য সুস্থ, সবল ও রোগ-পোকা-মাকড় মুক্ত আখ বীজ ব্যবহার করতে হবে। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি উন্নত পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্টঃ

ক) বীজ আখের চাষ- আখের বীজ নির্বাচনের কাজ বীজ সংগ্রহের প্রায় এক বছর আগেই শুরু হয়। যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বীজ চাষ করা হয়, যেখান থেকে পরবর্তীতে আখ বীজ সংগ্রহ করা হয়। এভাবে আবাদকৃত প্রত্যায়িত আখ বীজ ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করাই বিজ্ঞানসম্মত।

খ) প্রি ফার্টলাইজড বীজ আখ - বীজ আখ কাটার ৪-৬ সপ্তাহ আগে বীজ আখের জমিতে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫-৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। বীজ আখকে জোরালো ও সতেজ রাখাই এই বাড়তি সার প্রয়োগের কাজ। প্রি ফার্টলাইজড বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। চারার শিকড় দ্রুত গজায় এবং চারার বৃদ্ধি জোরালো হয়। সার দেবার আগে মাটিতে যেন রস থাকে সেটি নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনে সেচ দিয়ে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ) বীজ আখ নির্বাচন- বীজের জন্য আলাদাভাবে উৎপাদিত আখের জমি থেকে আখ বীজ সংগ্রহ করতে হবে। পোকামাকড় ও রোগাক্রান্ত গাছ থেকে যেন বীজ সংগ্রহ না করা হয়। বীজ আখ গাছের বয়স ৮-৯ মাস হলে ভাল হয়। গাছের যে অংশে শিকড় থাকে তা বীজের জন্য বাদ দিতে হবে। সম্ভব হলে নীচের ১/৩ অংশ বাদ দিয়ে আখ বীজ সংগ্রহ করলে খুব ভাল হয়। কারণ, নীচের ১/৩ অংশে চিনির ভাগ বেশী থাকে ও চোখগুলি শক্ত থাকে বলে ভাল গজায় না।

গ) বীচন তৈরী- ক্ষেত হতে আখ কাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যে 'দা' বা 'হাসুয়া' ব্যবহার করা হবে তাকে আগুনে ঝলসিয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে। উত্তপ্ত দা/হাসুয়ার গায়ে ২/৩ ফোটা পানি দিলে যদি সাথে সাথে শব্দ করে শুকিয়ে যায় তাহলে অল্প জীবানুমুক্ত হয়েছে মনে করতে হবে। এছাড়া ৫% 'লাইসল' দ্রবনে দা/হাসুয়া ডুবিয়ে নিয়েও জীবানুমুক্ত করা যায়।

আখ গাছ যদি বহন করে দূরের জমিতে নিতে হয় তাহলে শুকনো পাতা গাছের গায়ে লেগে থাকা অবস্থায় তা করতে হবে। এতে আখের চোখ কম নষ্ট হয়। এরপর আখকে একটি উঁচু খুটির উপর রেখে দা/হাসুয়ার সাহায্যে সাজোরে সামান্য কাত করে কাটতে হবে। কোন অবস্থাতেই কাভ খেৎলে বা ফেটে না যায়। এই ছোট ছোট টুকরোই আখের বীচন যা এক/দুই বা তিন চোখ বিশিষ্ট হতে পারে। চোখ বলতে আখের গীট (Node) কে বুঝায়। এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের বেলায় চোখের উপরের দিকে ২.৫ সেমি ও নীচের দিকে ৫-৭.৫ সেমি. কাভ রেখে কাটতে হয়। বীচন কাটার সময় নজর দিতে হবে যাতে আখের চোখ উপরে বা পাশে থাকে অর্থাৎ যেন আঘাত না পায়। এছাড়া, আখ গাছটি খন্ড করার সময় তা উপর থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচের দিকে কাটতে হবে। এক, দুই ও তিন চোখ বিশিষ্ট কাটা আখের বীচনের ছবি নিচে দেখানো হলো (চিত্র ৭.৬ ক)ঃ

ঘ) বীজন শোধন- মাটি বাহিত রোগ জীবানু থেকে আখকে রক্ষা করার জন্য রোপনের আগে বীচনকে শোধন করা দরকার। বীচনগুলোকে ০.১% এরিটান দ্রবনে ১০ মিনিট ডুবিয়ে নিলেই চলে। এছাড়া, টেস্টো বা ব্যাভিষ্টিন নামক ছত্রাক নাশক দ্বারা বীচন শোধন করা যেতে পারে।

জমিতে বীজ রোপন

প্রচলিত পদ্ধতি এবং রোপা পদ্ধতি- এই দুই ভাবেই বাংলাদেশে বর্তমানে আখ চাষ করা হয়ে থাকে। উন্নত হওয়া সত্ত্বেও রোপা পদ্ধতির বিস্তার আমাদের দেশে এখনো তেমন একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি। নিচে এ সকল পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক) প্রচলিত পদ্ধতি

- ১। সমতলী পদ্ধতি (Flat method)
- ২। ভাওড় পদ্ধতি (Ridge method)
- ৩। নালা পদ্ধতি (Trench method)

খ) রোপা পদ্ধতি ।

ক) প্রচলিত পদ্ধতি

১। সমতলী পদ্ধতি- বীজ আখ রোপন করার পরও জমি সমতল দেখায় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নাম-করণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে লাঙ্গল দ্বারা ৫-৬ সেমি নালা তৈরী করা হয়। তারপর নালায় বীজ আখ রোপন করে ৫-৬ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

২। ভাওড় পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে সমতলী পদ্ধতির চেয়ে কিছুটা গভীর নালা (প্রায় ১৫ সেমি) তৈরী করার পর নালায় বীজ আখ স্থাপন করে ৮-১০ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

৩। নালা পদ্ধতি- প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নালা পদ্ধতি উত্তম বলে বর্তমানে বাংলাদেশে নালা পদ্ধতিতে অধিকাংশ কৃষক চাষ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ৩০ সেমি গভীর নালা এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে নালায় উপরের দিকে প্রায় ৪০ সেমি এবং নীচের দিকে প্রায় ৩০ সেমি চওড়া থাকে।

তারপর নালাৰ নীচের দিকে ৫-৭ সেমি.স্থান খুঁড়ে নরম করে বীজ আখ রোপন করা হয় এবং বীজ আখ ৫-৭ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। এক নালাৰ কেন্দ্রবিন্দু থেকে অন্যটির কেন্দ্রবিন্দু ৯০-১০০ সেমি দূরত্ব হয় (চিত্র: ৭.৬ খ)।

খ) রোপা পদ্ধতি

১৯৬৯ সনে বাংলাদেশে প্রথম রোপা পদ্ধতিতে আখ চাষ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তীতে, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট ১৯৭৬ সালে এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে ১৯৭৯ সনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয় যে, নিম্নোক্ত দুটি কারণে বাংলাদেশে রোপা আখের চাষ প্রচলিত আখচাষের চেয়ে বেশী সম্ভবনাময়-

- প্রচলিত আখচাষ পদ্ধতিতে যেখানে একর প্রতি বীজের পরিমাণ ১.৮৭ টন, রোপা পদ্ধতিতে বীজ লাগে মাত্র ০.৪৫ টন।
- প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে রোপা পদ্ধতিতে আখ এবং চিনি উভয় ক্ষেত্রেই ফলন বেশী পাওয়া যায়।

এছাড়া, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ এম শাহজাহান ১৯৮১ সালে উলে-খ করেন যে, চিনিকল এলাকার ১.৯০ লক্ষ একর জমিতে রোপা আখ চাষ করা হলে ১২.২৫ কোটি টাকা ম ল্যের বীজ আখের আশ্রয় হবে। এই পরিমাণ আখ মিলে সরবরাহ করলে ২৪২০৭ টন অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হবে (Alli *et al.*, ১৯৮৯)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আখ চাষের ক্ষেত্রে রোপা পদ্ধতি বা Spaced Transplanting (STP) একটি অত্যন্ত সম্ভবনাময় প্রযুক্তি। নিচে এ পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

রোপা আখ চাষকে চারা উৎপাদন পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত দুভাগে ভাগ করা যায়-

১. সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি
২. পলিব্যাগ পদ্ধতি

সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজন মোতাবেক ৪ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট যে কোন দৈর্ঘ্যের বীজতলা তৈরী করা যায়। তবে আলু পরিচর্যা ও চলাফেরার সুবিধার্থে ৪' ২৪ ফুট বীজতলা তৈরী করা ভাল। বীজতলার মাটি ভালভাবে চাষ করে ও কুপিয়ে বুরবুরা করে নিতে হবে। বীজতলার মাটিতে ২ মন পঁচা গোবর/ কম্পোস্ট, ইউরিয়া ৮ ছটাক, টিএসপি ৮ ছটাক এবং এমপি ৪ ছটাক প্রয়োগ করে তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর দুই চোখ বিশিষ্ট বীজখন্ডের চোখ পাশে রেখে মাটির সমান রালে পাশাপাশি স্থাপন করে বীজ খন্ডগুলোকে প্রায় ১ সেমি মাটির স্তর দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে বীজ খন্ডগুলো সামান্য দেখা যায়। বীজতলাটি খড় অথবা আখের শুকনা পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রক্ষার্থে মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে। এভাবে উৎপন্ন চারা ৪ পাতা বিশিষ্ট হলেই তুলে নিয়ে মূল জমিতে ৬-৯ ইঞ্চি গভীর নালায় রোপন করে ১-১.৫ ইঞ্চি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে (চিত্র: ৭.৬ গ)।

পলিব্যাগ পদ্ধতি

পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা না থাকলে পলিথিন ব্যাগ পদ্ধতিতে চারা তৈরী করে রোপা আখ চাষ করা উত্তম। এক্ষেত্রে প্রথমে ৫' ৪ ইঞ্চি মাপের পলিথিন ব্যাগ নিয়ে ব্যাগের ৩/৪ অংশ ৫০ ভাগ বেলে দোঁআশ মাটি এবং ৫০ ভাগ গোবর বা কম্পোস্ট এর মিশ্রন দিয়ে পূরণ করতে হবে। এরপর এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের চোখ উপরের দিকে রেখে খাড়া করে ব্যাগের মাটির মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বীজ খন্ডের অগ্রভাগ ব্যাগের উপর থেকে আধ ইঞ্চি নীচে থাকে। ব্যাগটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে মাটি একটু চেপে দিতে হবে। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজ খন্ডের অগ্রভাগ মাটির বাইরে বেরিয়ে না থাকে। ব্যাগের নীচের দিকে ১/২ টি ছিদ্র করে দিতে হবে যেন বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি ব্যাগে জমে না থাকে। ব্যাগসমূহ আঙ্গিনার বা সুবিধায়ুক্ত অন্য কোথাও সারিবদ্ধভাবে রেখে কিছু খড় বা আখের শুকনা পাতা দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। উৎপন্ন চারাগুলো চার পাতা বিশিষ্ট হলে এগুলো রোপন উপযোগী হয়। রোপন করার পূর্বেই অর্ধেক অংশ অবশ্যই ছেটে দিতে হবে। রোপন করার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে পলিব্যাগগুলো পানি ভর্তি বালতিতে চুবিয়ে নিতে হবে। বে-ডের সাহায্যে পলিব্যাগগুলো কেটে মাটিসহ চারা ব্যাগ থেকে আলাদা করে জমিতে গর্ত করে রোপন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

অ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

- ১। আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করবেন ?
- ২। নালা পদ্ধতি ও রোপা আখ চাষ পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা কি কি ?
- ৩। সাধারণ বীজতলা পদ্ধতিতে কিভাবে রোপনের জন্য চারা তৈরী করবেন ?
- ৪। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে আখের চারা তৈরীর বর্ণনা দিন।

আ. বহু নির্বাচনীমূলক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণ- আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

- ১। আখের উচ্চ ফলনের জন্য নিম্নলিখিত কোন্ বিষয়টি অগ্রগণ্য ?
ক) আখ গাছের উচ্চতা
খ) উৎপন্ন আখের কাণ্ডের ব্যাস
গ) আখ কাটার সময়
ঘ) হেক্টর প্রতি মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা।
- ২। বীজের গুণগত মানের জন্য আখগাছের কোন্ অংশটি বেশী গ্রহনযোগ্য ?
ক) নীচের ১/৩ অংশ
খ) উপরের ১/৩ অংশ
গ) মাঝের ১/৩ অংশ
ঘ) সমগ্র গাছটি।
- ৩। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে কোন্ ধরনের বীজখন্ড ব্যবহার করা হয় ?
ক) এক চোখ বিশিষ্ট আখ খন্ড
খ) দুই চোখ বিশিষ্ট আখ খন্ড
গ) তিন চোখ বিশিষ্ট আখ খন্ড
ঘ) গোটা আখ গাছ খন্ড।
- ৪। কোন্ পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী আখচাষ হয় ?
ক) পলিব্যাগ পদ্ধতি
খ) ভাওড় পদ্ধতি।
গ) নালা পদ্ধতি
ঘ) সমতলী পদ্ধতি
- ৫। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে উৎপন্ন চারা কখন রোপন উপযোগী হয় ?
ক) চারা ৬ ইঞ্চি উঁচু হলে
খ) চারা চার পাতা বিশিষ্ট হলে
গ) চারা ১২ ইঞ্চি উঁচু হলে
ঘ) চারা দুই পাতা বিশিষ্ট হলে।

সঠিক উত্তরঃ আ. ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ